বাল্যবিবাহ নির্মূল করতে বিশেষ সেমিনার প্রশাসনের উদ্যোগে

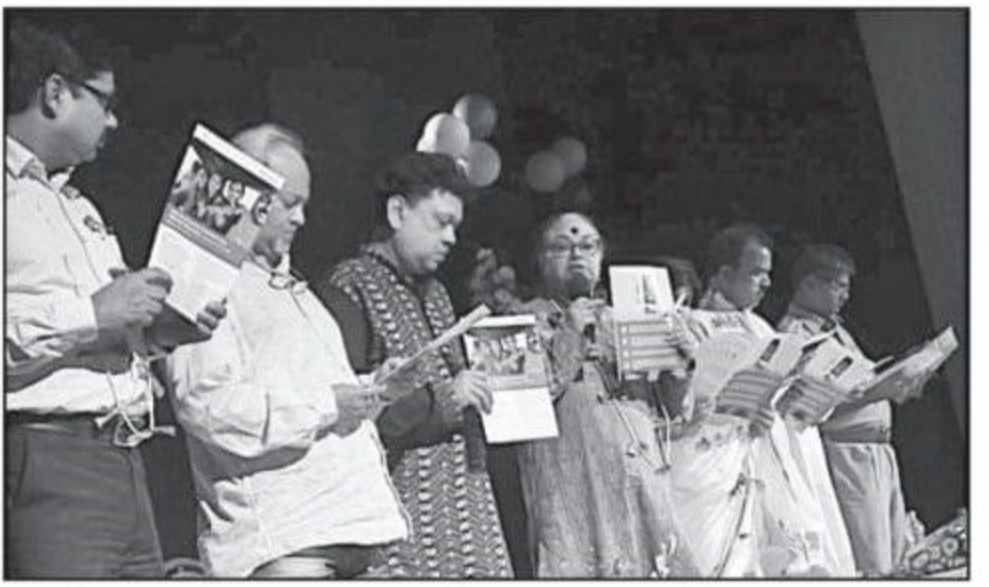

কীভাবে আটকানো যায় বাল্যবিবাহ, তার জন্য বিশেষ আলোচনা।

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, কোলাঘাট: বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে একটি ব্যাধির মতো। সেই ব্যাধি সম্পূর্ণ নিরাময় আজও সম্ভব হয়নি। প্রশাসনিক বহু প্রচেষ্টার পরেও আজও বন্ধ করা যায়নি বাল্যবিবাহ। শিক্ষার আলো আজ প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও প্রবেশ করেছে। কিন্তু কিছু কিছু গ্রামে আজও রয়ে গিয়েছে প্রাচীন রীতিনীতির বহর, নিকষ কালো কুসংস্কারের অন্ধকার। একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও কোথাও কোথাও মানুষ আজও বিশ্বাসী 'গৌরীদান' প্রথায়। প্রশাসনের বারবার নিষেধাজ্ঞা, মেয়েদের জন্য উন্নয়নের চেষ্টার পরেও চলছে বিয়ের প্রস্তুতি। পড়াশোনা বন্ধ করিয়ে দিয়ে জোর করে তাদের বসানো হচ্ছে বিয়ের পিঁড়িতে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে বিয়ে হওয়ার ফল পরোক্ষ ভাবে ভুগতে হচ্ছে আগামী প্রজন্মকে। বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েদের শারীরিক বিকাশ সঠিক ভাবে হচ্ছে না। ফলে আগামী প্রজন্ম হিসেবে যারা জন্ম নিচ্ছে তারা শিকার হচ্ছে অপুষ্টির। যদিও বেশ কিছু জায়গায় দেখা যায় নাবালিকারা নিজেরাই নিজেদের বিয়ে ভেঙে দিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছে, আবার কখনও কখনও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে বিয়ের বন্ধনে জড়ানোর আগে মুক্তি পাচ্ছে নাবালিকারা। এবার বাল্যবিবাহের নানা ক্ষতিকর বিষয় নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস্-এর ব্যবস্থাপনায় কোলাঘাট বলাকা মঞ্চে তিন জেলার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ সেমিনার। এই সেমিনারে মূলত পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। বাল্যবিবাহ বিরোধী এই সেমিনারে বাল্যবিবাহ হলে তার শারীরিক কুফল, পরিবারের মানসিক সচেতনতার দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। কন্যাশ্রীর আওতায় এসে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ছাত্রীদের আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি কোনও বাল্য বিবাহের খবর পেলে দ্রুত সেই বার্তা প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথাও এই সেমিনারে বলা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মোদিনীপুরের জেলাশাসক ডঃ রশ্মি কমল, সঙ্গীতশিল্পী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।